মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মন্ত্রীর দপ্তর

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নং-২০২২/৭/১৯-১

প্রাণিসম্পদ খাতে অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হবে

-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

ঢাকা, ১৯ জুলাই ২০২২ (মঙ্গলবার)

প্রাণিসম্পদ খাতে অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ মঙ্গলবার (১৯ জুলাই) বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বিষয়ক গবেষণা ফলাফল অবহিতকরণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা জানান। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'বাংলাদেশে গ্লোবাল হেলথ সিকিউরিটি এজেন্ডার লক্ষ্য অর্জনে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এবং জুনোটিক রোগ প্রতিরোধ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, অ্যান্টিবায়োটিকের সহজলভ্যতা, প্রেসক্রিপশন ছাড়া এর যথেচ্ছা ব্যবহার এবং অযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে এর ব্যবহার করতে দেওয়ার মাধ্যমে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন। এ জন্য প্রশিক্ষণ দরকার। অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার যাতে আমাদের দুর্বল করে দিতে না পারে সেজন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে। আশার কথা হচ্ছে বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী প্রাণিস্বাস্থ্য রক্ষায় অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার কমছে।

তিনি আরও যোগ করেন, অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছা ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় অনুধাবন করেছে। এটা নিয়ন্ত্রণে মন্ত্রণালয় সচেষ্ট রয়েছে। অ্যন্টিবায়োটিকের যথেচ্ছা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক মানের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স ল্যাবরেটরি করা হয়েছে। প্রাণিস্বাস্থ্যের জন্য ব্যবহৃত ঔষধে সঠিক উপাদান আছে কী না সেটা এ ল্যাবে পরীক্ষা করা হবে। প্রয়োজনে এ ল্যাবের পরিধি আরও বাড়ানো হবে। অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার রোধে ভেটেরিনারি চিকিৎসক ও এর সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হবে। প্রাণিসম্পদ খাতে মাঠ পর্যায়ে যারা কাজ করে, তারাও যাতে অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছা ব্যবহার করতে না পারে সেটাও দেখা হবে।

তিনি আরও বলেন, অ্যান্টিবায়োটিক ভালো উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য হলেও সচেতনতার অভাব এবং মানুষ ও প্রাণীদের চিকিৎসাশাস্ত্র সংশ্লিষ্টদের গাফিলতির কারণে দেশে এন্টিবায়োটিকের যথেচ্ছা ব্যবহার হচ্ছে। এটি প্রাণি ও মানুষ উভয়ের জন্য বিপন্ন অবস্থা তৈরি করতে পারে।

শ ম রেজাউল করিম আরও যোগ করেন, প্রাণিস্বাস্থ্য খারাপ থাকলে মানুষ নিরাপদ থাকবে এটা ভাবার কারণ নেই। কারণ প্রাণীর সাথে মানুষের এখন সংমিশ্রণ হচ্ছে। শুধু প্রাণীর সুরক্ষার জন্য নয় বরং মানুষের সুরক্ষার জন্যও প্রাণিস্বাস্থ্য রক্ষা করা প্রয়োজন। এ বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। সরকার চায় ওয়ান হেলথ সিস্টেম গড়ে উঠুক। কারণ মানুষের স্বাস্থ্যের সাথে প্রাণিস্বাস্থ্য ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। ওয়ান হেলথ ধারণা সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এক্ষেত্রে সম্মিলিত সহযোগিতা প্রয়োজন।

বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. তৌফিকুল আরিফ ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা। স্বাগত বক্তব্য প্রদান এবং এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বিষয়ক গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন করেন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালক ড. মো. আব্দুস সামাদ। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও বিএলআরআই-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ ও উদ্যোক্তাগণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ ইফতেখার হোসেন
জনসংযোগ কর্মকর্তা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মোবাইলঃ ০১৭৭৫২২৫৬৯০